রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ৪, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২১ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৪ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.০৭—দশম জাতীয় সংসদের গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনের সংসদ-সদস্য এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মনজুরুল ইসলাম লিটন গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক নিহত হন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

২। জনাব মনজুরুল ইসলাম লিটনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৯ পৌষ ১৪২৩/০২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ১৯ পৌষ ১৪২৩ / ০২ জানুয়ারি ২০১৭

দশম জাতীয় সংসদের গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনের সংসদ-সদস্য এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মনজুরুল ইসলাম লিটন গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক নিহত হন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

তিনি ১৯৮২ সালে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার কাটগড়া দ্বি-মুখী উচ্চবিদ্যালয় হতে মাধ্যমিক এবং ১৯৮৪ সালে গাইবান্ধা সরকারি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে অবস্থিত হুইটান ডিপ্লোমা স্কুল থেকে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেন।

জনাব লিটন ছাত্র জীবনে ছাত্রলীগে যোগদানের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের প্রতি জনাব মনজুরুল ইসলাম লিটনের ছিল অবিচল আনুগত্যবোধ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ।

তিনি ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদানের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতির মূলধারায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হন। তিনি ২০০৩ সালে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঐ পদে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব লিটন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করেন।

জনাব লিটন বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর এলাকায় বহু মসজিদ, মন্দির, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা নির্মাণে আর্থিক অনুদানসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করেন।

বিশিষ্ট এ রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুতে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল।

মন্ত্রিসভা মনজুরুল ইসলাম লিটনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd